নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, লখনউ-এর মাধ্যমে ভারতের ইউনিয়ন

বনাম

এমডি. নওয়াজ খান

(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১০৪৩)

সেপ্টেম্বর ২২, ২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড় এবং বি. ভি. নাগারত্না, বিচারপতিদ্বয়]

মাদকদ্রব্য ও মনোরোগ সংক্রান্ত পদার্থ আইন, ১৯৮৫-ধারা ৮, ২১, ২৭ক এবং ২৯-তথ্য পাওয়ার পর, এন. সি. বি আধিকারিকদের দ্বারা একটি গাড়ি আটকানো হয়, যেখানে উত্তরদাতা এবং অন্য দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি ভ্রমণ করছিলেন-ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সময় আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি-তবে, গাড়ির অনুসন্ধানে গাড়ির সামনের বনেটের সাথে ওয়াইপার সংযুক্ত থাকার জায়গার নিচে লুকিয়ে রাখা ৩.৩০০ কেজি ওজনের দুটি প্যাকেট পাওয়া যায়-অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক বিবাদীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন - হাইকোর্ট বিবাদীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন - আপিলের ক্ষেত্রে, সিধান্তঃ ব্যক্তিগত তল্লাশি থেকে কোনও নিষিদ্ধ জিনিস পাওয়া যায়নি এবং এনডিপিএস আইনের ধারা ৩৭(১)(খ) এর দুটি শর্ত পূরণ করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা ছাড়াও হাইকোর্টের বাতিল আদেশ উপেক্ষা করে - হাইকোর্ট নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলি উপেক্ষা করে: (i) বিবাদী নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে উত্তর প্রদেশের রামপুর পর্যন্ত সহ-অভিযুক্তের সাথে গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন; (ii) অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবাদীর ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরের সিডিআর বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে তিনি তার পরিচিত অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগে ছিলেন; (iii) প্রাপ্ত অবৈধ জিনিসের পরিমাণ বাণিজ্যিক পরিমাণে ছিল; এবং (iv) মাদকদ্রব্যটি সেই গাড়িতেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল যেখানে বিবাদী সহ-অভিযুক্তের সাথে ভ্রমণ করছিলেন - হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করেছে এবং জামিন মঞ্জুরের মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিগুলিকে এড়িয়ে গেছে - তা করতে ব্যর্থ হলে, হাইকোর্টের আদেশ অস্থায়ী হয়ে যায় - তাছাড়া, বিবাদীর জামিন বৃদ্ধির পর তিনি ধারাবাহিকভাবে ফৌজদারি বিচার থেকে দূরে রয়েছেন যার ফলে তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে -

অতএব, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়েছে - তদনুসারে, উত্তরদাতাকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশঃ ১. এই আদালত প্রশাসনিক নীতিগুলির পুনরাবৃত্তি করার জন্য পূর্বসূরীদের উল্লেখ করেছে। কার্যধারার এই পর্যায়ে, এটি কেবল স্পষ্ট করা দরকার যে বিচারটি এই আদালতে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে প্রমাণ জমা দেওয়া হবে। [অনুচ্ছেদ ২৩] [৮৩৩-জি-এইচ; ৮৩৪-এ]

প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশীষ চ্যাটার্জি (২০১০) ১৪ এস. সি. সি. ৪৯৬: [২০১০] ১২ এস. সি. আর. ১১৬৫; মহীপাল বনাম রাজেশ কুমার ওরফে পোল্লা ও আরেকজন (২০২০) ২ এস. সি. সি. ১১৮: [২০১৯] ১৪ এস. সি. আর. ৫২৯; ভারতের ইউনিয়ন বনাম শিব শঙ্কর কেসর (২০০৭) ৭ এস. সি. সি. ৭৯৮ঃ [২০০৭] ৯ এস. সি. আর. ৯৬৪; মদন লাল এবং আরেকজন বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (২০০৩) ৭ এস. সি. সি. ৪৬৫ঃ [২০০৩] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ৭১৬-এর উপর নির্ভরশীল।

প্রভাকর তিওয়ারি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০২০) ১১ এস. সি. সি ৬৪৮; ভারতের ইউনিয়ন বনাম প্রতীক শুক্লা (২০২১) ৫ এস. সি. সি ৪৩০; মোহন লাল বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০১৫) ৬ এস. সি. সি ২২২: [২০১৫] ৫ এস. সি. আর ৪৩৫-উল্লিখিত।

২. ভারত সরকার বনাম রতন মালিক মামলায়, এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ অভিযুক্তের জামিন বাতিল করে এবং হাইকোর্টের সেই রায়কে উল্টে দেয়, যেখানে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু নিষিদ্ধ দ্রব্য (হেরোইন) একটি ট্রাকের ক্যাবিনের উপরে বিশেষভাবে তৈরি গহ্বর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তাই অভিযুক্তের 'দখল'-এ কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়নি। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে কেবল নিষিদ্ধ দ্রব্যের দখল নিয়ে অনুসন্ধান করা ৩৭(১) (খ) ধারার মাপকাঠি পূরণ করে না এবং হাইকোর্টের দ্বারা মনের প্রয়োগ করা হয়নি। [অনুচ্ছেদ ২৪] [৮৩৪-এ-সি]

৩. রতন মল্লিকের মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এই আদালতের অভিমত হল যে, বিতর্কিত আদেশে হাইকোর্টের দ্বারা উত্তরদাতার ব্যক্তির উপর নিষিদ্ধ দ্রব্যের দখলের অনুপস্থিতির একটি অনুসন্ধান এটিকে এনডিপিএস আইনের ৩৭(১)(খ)(ii) ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় তদন্তের স্তর থেকে অব্যাহতি দেয় না। এনডিপিএস আইনের ধারা ৬৭ এর অধীনে বিবৃতির ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিবাদীর বিবৃতির অনুবাদের অনুমোদনে বিবাদীর নামের পরিবর্তে 'একে'-এর নাম অন্তর্ভুক্ত করার উপর প্রচুর নির্ভরতা রেখেছে।

তোফান সিং-এর ক্ষেত্রে, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে যে এনডিপিএস আইনের ৬৭ ধারার অধীনে একটি বিবৃতি অগ্রহণযোগ্য। এএসজি জমা দিয়েছে যে বিবৃতি থেকে স্বাধীন, এই পর্যায়ে যে উপাদানগুলি উঠে এসেছে তার ভিত্তিতে জামিন অস্বীকার করার বৈধ কারণ রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৫-২৬ [৮৩৪-সি-এফ]

৪. ১৬ই অক্টোবর ২০১৯-এ যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২৬শে মার্চ ২০১৯-এর প্রায় ১৪০০ ঘন্টা নাগাদ তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যে, একই দিনে ১৫০০-১৭০০ ঘন্টার মধ্যে তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশে পৌঁছাবে। অভিযোগটিতে বলা হয়েছে যে তথ্যটি অবিলম্বে লিখিত আকারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব, এনডিপিএস আইনের ৪২ ধারা মেনে চলা হয়নি বলে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা প্রাথমিকভাবে ভুল। প্রশ্নটি এমন একটি যা বিচার চলাকালীন উত্থাপিত করা উচিত। [অনুচ্ছেদ ২৯] [৮৩৬-সি-ই]

৫. ৩৭ ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে হাইকোর্ট জামিনের আবেদনটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণঃ (i) প্রতিবাদী নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে উত্তর প্রদেশের রামপুর পর্যন্ত সহ-অভিযুক্তের সাথে গাড়িতে ভ্রমণ করছিল; (ii) 'অভিযোগটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিবাদী দ্বারা ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরের সিডিআর বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে প্রতিবাদী তার পরিচিত অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগে ছিল; (iii) গাড়িতে পাওয়া নিষিদ্ধ দ্রব্যের পরিমাণ বাণিজ্যিক পরিমাণের; এবং (iv) যে গাড়িতে প্রতিবাদী সহ-অভিযুক্তের সাথে ভ্রমণ করছিল সেখানে নিষিদ্ধ দ্রব্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ৩০] [৮৩৬-ই-এইচ]

৬. হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাগুলিকে উপেক্ষা করেছে এবং জামিনের মঞ্জুরের জন্য একটি মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে সমস্যাটির উপাদানগুলির উপর নজর দিয়েছে। এটি করতে ব্যর্থ হলে, হাইকোর্টের আদেশ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। উপরন্তু, শুনানির সময় এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, আসামী জামিনে বাড়ানো হওয়ার পরে তিনি ধারাবাহিকভাবে ফৌজদারি বিচার থেকে দূরে রয়েছেন যার ফলে তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

হাইকোর্টের অপরাধের গুরুত্ব এবং গুরুত্বকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল যা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ৩২] [৮৩৭-সি-ডি]

তোফান সিং বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০২১) ৪ এস. সি. সি ১; ধর্মপাল সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ৬০৮ঃ [২০১০] ১০ এসসিআর ১১৬০; ভারতের ইউনিয়ন বনাম রতন মল্লিক (২০০৯) ২ এসসিসি ৬২৪: [২০০৯] ১ এসসিআর ৫৩৩; কারনাইল সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০০৯) ৮ এসসিসি ৫৩৯ঃ [২০০৯] ১১ এসসিআর ৪৭০; বুটা সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য (২০২১) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩২৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

		মামলা প্রসঙ্গ	
	[২০১০] ১২ এস. সি. আর. ১১৬৫	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৩
	[২০১৯] ১৪ এস. সি. আর. ৫২৯	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৪
	[২০০৭] ৯ এস. সি. আর. ৯৬৪	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ১৬
	[২০০৩] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ৭১৬	উপর নির্ভর করে	অনুচ্ছেদ ২২
	[২০১০] ১০ এস. সি. আর. ১১৬০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
	[২০১৫] ৫ এস. সি. আর. ৪৩৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২২
	[২০০৯] ১ এস. সি. আর ৫৩৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪
	[২০০৯] ১১ এস. সি. আর. ৪৭০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৭

ফৌজদারি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০২১-এর ফৌজদারি আপিল নং ১০৪৩।

২০১৯ সালের জামিনের আবেদন নং ৭৩৭৯-এ এলাহাবাদ, লখনউ বেঞ্চ, লখনউতে হাইকোর্টের বিচার বিভাগের রায় ও আদেশ তারিখ ০১.১০.২০২০ থেকে।

এস. ভি. রাজু, এ. এস. জি, সুশ্রী সাইরিকা রাজু, আনাম ভেঙ্কটেশ, সুশ্রী সুনীতা শর্মা, অংশুমান সিং, বি. ভি. বলরাম দাস, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।।

রাকেশ দাহিয়া, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেছেন

ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১. এই আপিলটি এলাহাবাদের হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চের ২০২০ সালের ১লা অক্টোবরের একটি একক বিচারপতির রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ২০১৯ সালের ১৪ নং এন. সি. বি মামলা পুলিশে নিবন্ধিত মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থ আইন ১৯৮৫[১]-এর ৮, ২১, ২৭ক, ২৯ ধারার অধীনে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য স্টেশন, এন. সি. বি, লখনউ। হাইকোর্ট জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

২. ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর লখনউ জোনাল ইউনিটের[২] গোয়েন্দা কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল। অভিযোগটি হল যে এনসিবি, জোনাল ইউনিট ভোর ৪টায় তথ্য পায় যে মণিপুরের বাসিন্দা মো. আরিফ খান, রফিউদ্দিন এবং মো. নওয়াজ খান (বিবাদী) নামে তিনজন ব্যক্তি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে উত্তর প্রদেশের রামপুরে একটি মারুতি রিটজ গাড়িতে হেরোইন/মরফিন নিয়ে যাচ্ছেন এবং গাড়িটি লখনউয়ের বনরসী দাস কলেজের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তথ্যটি লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল এবং জোনাল ডিরেক্টর, এনসিবি লখনউয়ের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এনসিবি কর্মকর্তাদের একটি দল গঠন করা হয়েছিল এবং উত্তর প্রদেশ স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, লখনউয়ের দলের সাথে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বাবু বনরসী দাস কলেজের আশেপাশের এলাকায় নজরদারি চালানো হয়েছিল এবং বিবাদী যে গাড়িতে অন্য দুই সহ-অভিযুক্তের সাথে ভ্রমণ করছিলেন তা আটক করা হয়েছিল। এনডিপিএস আইনের ৫০ ধারার বিধান অনুসারে একজন গেজেটেড কর্মকর্তার উপস্থিতিতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল কিন্তু ব্যক্তিগত তল্লাশির সময় আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি। তবে, গাড়ির তল্লাশিতে গাড়ির সামনের বনেটের সাথে ওয়াইপার সংযুক্ত করার জায়গার নীচে লুকানো দুটি পলিথিনের প্যাকেট পাওয়া গেছে। প্রথম প্যাকেটের ওজন ১.৭৪০ কেজি, দ্বিতীয় প্যাকেটের ওজন ১.৭৫০ কেজি। নমুনা নেওয়া হয়েছিল এবং ড্রাগ ডিটেকশন কিট দিয়ে পরীক্ষা করার পর, নমুনাগুলিতে হেরোইনের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

৩. যেহেতু গাড়ির আরোহীরা হিন্দি বা ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন না, তাই 'শাস্ত্র সীমা বল[৪]-এর এক আধিকারিককে অনুবাদের উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থলে তলব করা হয়েছিল কারণ তিনি মণিপুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং মণিপুরী ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিন অভিযুক্তের বক্তব্য ইংরেজিতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং এসএসবি-র কর্মকর্তা মণিপুরীতে অনুবাদ করেছিলেন এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

[১] "এনডিপিএস এসি"

[২] "এনসিবি"

[৩] "ইউপি-এসটিএফ"

[৪] "এসএসবি"

তবে, উত্তরদাতার বক্তব্য প্রত্যয়িত করার সময়, এস. এস. বি-র আধিকারিক মোহাম্মদের নাম উল্লেখ করেছিলেন। উত্তরদাতার (মো. নওয়াজ খান) জায়গায় আরিফ খান।

৪. পি১এস১ এবং পি২এস১ চিহ্নিত নমুনা প্যাকেটগুলি ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে নয়াদিল্লির কেন্দ্রীয় রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারের প্রধান পরীক্ষকের[৫] কাছে পাঠানো হয়েছিল। সি. আর. সি. এল দ্বারা ২৫শে এপ্রিল ২০১৯ তারিখের একটি রাসায়নিক পরীক্ষার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে বলা হয়েছিল যে নমুনাগুলি ডায়াসিটাইলমরফিনের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেনি যা হেরোইন, তবে এটি মরফিনের জন্য ইতিবাচক পরীক্ষা করেছে।

৫. ২০১৯ সালের ১০ই জুলাই এয়ারটেল প্রাইভেট লিমিটেড, লখনউ; ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড, লখনউ; এবং রিলায়েন্স জিও ইনফো কমিউনিকেশন লিমিটেড, লখনউ-কে নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর সম্পর্কিত কল বিবরণ নথি[৬] এবং গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি[৭] পাওয়ার জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছিল। উক্ত মোবাইল নম্বরগুলির সিডিআর বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে উত্তরদাতা নিয়মিত সহ-অভিযুক্ত এবং অনিশ ওরফে আব্বাস, যিনি ডিমাপুরের বাসিন্দা এবং মাদক পাচারের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

৬. ২০১৯ সালের ২৭শে জুন লখনউয়ের সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলেন যে, ৩.৩০০ কেজি ওজনের বিপুল পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে এবং অপরাধের গুরুত্ব ও গুরুত্ব বিবেচনা করে জামিন মঞ্জুরের জন্য কোনও মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উত্তরদাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং ২০২০ সালের ১লা অক্টোবরের বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

৭. হাইকোর্টের কাছে উত্তরদাতার বক্তব্য ছিল যে তিনি সহ-অভিযুক্ত রফিউদ্দিনের দ্বারা চালিত গাড়িতে কেবল একজন সঙ্গী ছিলেন এবং গাড়ির সামনের বনেটের উপর লাগানো ওয়াইপার থেকে উদ্ধার হওয়ার পর থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্যের সচেতন দখলে ছিলেন না, যার সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান ছিল না। উপরন্তু, অনুরোধ করা হয়েছিল যে এনডিপিএস আইনের ৪২ এবং ৫০ ধারার বিধানগুলি মেনে চলা হয়নি। উত্তরদাতার মতে, ৬৭ ধারার অধীনে বিবৃতিটি যথাযথভাবে তাকে ব্যাখ্যা করা হয়নি, যা এই সত্য থেকে স্পষ্ট যে স্বাক্ষরকারী এসএসবি-র কর্মকর্তা প্রত্যয়িত করেছিলেন যে অনুবাদটি মণিপুরী ভাষায় মহম্মদ আরিফ খান (সহ-অভিযুক্ত)-কে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। পূর্বে উল্লিখিত বিবাদীর নাম মোঃ নওয়াজ খান।

[৫] "সিআরসিএল"

[৬] "সিডিআর"

[৭] "সিএএফ"

হাইকোর্ট জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং এইভাবে মন্তব্য করেছেঃ

''পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর প্রতিদ্বন্দ্বী দাখিল বিবেচনা করে, পুনরুদ্ধার মেমো, এনডিপিএস আইনের ধারা ৬৭ এর অধীনে রেকর্ড করা আবেদনকারীর কথিত বিবৃতি এবং শ্রী এল.এইচ. কাপিনের শংসাপত্র পর্যালোচনা করে, এটি স্পষ্ট যে সন্দেহাতীতভাবে গাড়ির সামনের বনেটে লাগানো ওয়াইপার থেকে কথিত মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছিল, যা রফিউদ্দিন চালাচ্ছিলেন এবং আবেদনকারী আরিফ খানের সাথে উক্ত গাড়িতে বসে ছিলেন। স্বীকার করা যায় যে, আবেদনকারীর দখল থেকে কিছুই উদ্ধার করা হয়নি। অধিকন্তু, কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রস্তুত করা অনুসন্ধান মেমোতে, তারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যেহেতু ব্যক্তিরা হিন্দি বা ইংরেজি ভাষায় ভালভাবে কথা বলতে পারছিলেন না, তাই লখনউয়ের এসএসবি চতুর্থ ব্যাটালিয়নের কর্মী শ্রী এল.এইচ. কাপিনকে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে অনুরোধ করা হয়েছিল। পাল্টা হলফনামার সংযুক্তি নং ৩ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আবেদনকারীর নাম বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এটিও প্রকাশ করে যে এই বিবৃতিটি সত্যায়িত করার সময়, শ্রী এল.এইচ. কাপিন তার সার্টিফিকেশনে উল্লেখ করেছেন যে, "মোঃ আরিফ খানের বক্তব্য অনুদিত এবং বর্ণিত বক্তব্য রেকর্ড করার পর তা মণিপুরী ভাষায় বোঝানো হয়েছে।" সুতরাং, যেহেতু বিবৃতিটি মোহাম্মদ আরিফ খানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আবেদনকারীকে নয় এবং এটিও যে এই বিবৃতিটি নীচের আদালতে অভিযোগের সাথে দাখিল করা হয়েছিল, তাই এই মুহূর্তে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর মৌখিক যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না যে ভুলের কারণে মোহাম্মদ নওয়াজ (আবেদনকারী) এর জায়গায় মোহাম্মদ আরিফ খানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটিও সন্দেহাতীত যে আবেদনকারীর কোনও অপরাধমূলক পূর্বসূরী নেই।"

৮. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল[৮] শ্রী এস ভি রাজু আবেদন করেন যে, তোফান সিং বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য[৯] মামলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, যেখানে বলা হয়েছিল যে এনডিপিএস আইনের ৬৭ ধারার অধীনে করা স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, সেখানে তিনি উত্তরদাতার বক্তব্যের উপর নির্ভর করতে চান না। একই সময়ে, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে জামিন মঞ্জুর করার সময় হাইকোর্ট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির দৃষ্টি হারিয়েছে যথাঃ

[৮] "এএসজি"

[৯] (২০২১) ৪ এসসিসি ১।

(i) গাড়ি থেকে ৩.৩০০ কেজি ওজনের একটি বিশাল নিষিদ্ধ মর্ফিন উদ্ধার করা হয়েছে;

(ii) উত্তরদাতা নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে উত্তর প্রদেশের রামপুর পর্যন্ত গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন; এবং

(iii) অভিযোগটি অভিযুক্তদের দ্বারা ব্যবহৃত সেল ফোনের কল ডেটা নথিগুলিকে সারণীবদ্ধ করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একে অপরের সংস্পর্শে ছিলেন বলে জানা গেছে এবং অভিযোগে একটি ফ্লো চার্ট তৈরি করা হয়েছে।

৯. উপরন্তু, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যেঃ

(i) এই আদালতের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে এন. ডি. পি. এস আইনের ৪২ ধারার বিধানগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করা হয় যেখানে কোনও ব্যক্তিগত যানবাহনকে সর্বজনীন স্থানে তল্লাশি করার চেষ্টা করা হয়;

(ii) প্রকৃতপক্ষে অভিযোগের বিষয়বস্তু ইঙ্গিত করবে যে এন. ডি. পি. এস আইনের ৪২ ধারার বিধানগুলি মেনে চলা হয়েছিল;

(iii) এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত ইঙ্গিত দেয় যে এন. ডি. পি. এস আইনের ৪২ ধারার বিধানগুলি মেনে চলা হয়েছে কিনা তা বিচারের বিষয়; এবং

(iv) এন. ডি. পি. এস আইনের ৫৪ ধারার অধীনে মাদকদ্রব্য রাখার ক্ষেত্রে আবেদন উত্থাপিত হবে যা অভিযুক্তের সচেতন দখলে পাওয়া যায়।

উপরের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত এ. এস. জি বলেন যে জামিন মঞ্জুর করার জন্য কোনও মামলা বিদ্যমান নেই, বিশেষ করে, এন. ডি. পি. এস আইনের ৩৭(১)(খ)(ii) ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে।

১০. উপরোক্ত পরিস্থিতি ছাড়াও, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর, উত্তরদাতা ধারাবাহিকভাবে লখনউয়ের দায়রা বিচারকের সামনে উপস্থিত হওয়া এড়িয়ে চলেছেন যার ফলে অভিযোগ গঠন করা যায়নি এবং শেষ পর্যন্ত উত্তরদাতার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

১১. অন্যদিকে, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী রাকেশ দাহিয়া বলেন যে, বর্তমান মামলার নিষিদ্ধ দ্রব্যটি যে গাড়িতে উত্তরদাতা ভ্রমণ করছিলেন সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সুতরাং, এটা বলা যাবে না যে বিবাদীর কাছে সচেতনভাবে মাদকদ্রব্য ছিল।

বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, উত্তরদাতা গাড়ির চালক বা মালিক নন এবং এই প্রেক্ষাপটে, হাইকোর্টের জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আদেশকে দোষ দেওয়া যায় না।

১২. বর্তমান পর্যায়ে, এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যেঃ

(i) লখনউতে যে গাড়িটি আটকানো হয়েছিল তা ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড) থেকে রামপুরের (উত্তর প্রদেশ) দিকে যাচ্ছিল;

(ii) ৩.৩০০ কেজি মাদকদ্রব্যের পরিমাণ যা একটি বাণিজ্যিক পরিমাণ যা গাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল;

(ii) উত্তরদাতা কোনও অজানা যাত্রী নন, বরং এমন একজন ব্যক্তি, যিনি রাষ্ট্রপক্ষের মতে, সহ-অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলেন।

১৩. হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের আদেশ মূল্যায়ন করার সময় এই আদালতকে যে নীতিগুলি নির্দেশ করে তা প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশীষ চ্যাটার্জিতে[১০] সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশান্ত কুমার (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, যখন নিম্ন আদালত অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা বেশ কয়েকটি জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়, যাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ সালের[১১] ধারা ৩০২ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল", তখন হাইকোর্ট জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। বিচারপতি ডি কে জৈন 'দুই বিচারকের বেঞ্চ'-এর পক্ষে বক্তব্য রেখে মন্তব্য করেনঃ

''৯.... এই আদালত সাধারণত অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার হাইকোর্টের আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, এই বিষয়ে এই আদালতের বহু সিদ্ধান্তে বর্ণিত মৌলিক নীতিগুলি যথাযথভাবে, সতর্কতার সাথে এবং কঠোরভাবে মেনে চলা হাইকোর্টের পক্ষে সমানভাবে বাধ্যতামূলক। এটি ভালভাবে স্থির করা হয়েছে যে, অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে, জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় যে বিষয়গুলি মনে রাখা উচিত সেগুলি হলঃ

(i) অভিযুক্ত যে অপরাধটি করেছে তা বিশ্বাস করার জন্য কোনও প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কিনা;

(ii) অভিযোগের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব;

(ii) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তির তীব্রতা;

[১০] (২০১০) ১৪ এসসিসি ৪৯৬

[১১] "আইপিসি"

(iv) জামিনে মুক্তি পেলে অভিযুক্তের পলাতক বা পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি

(v) চরিত্র, আচরণ, অর্থ, অবস্থান এবং অভিযুক্তের অবস্থান;

(vi) অপরাধের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা;

(vii) সাক্ষীদের প্রভাবিত হওয়ার অযৌক্তিক আশঙ্কা; এবং

(viii) বিপদ, অবশ্যই, জামিন মঞ্জুরের মাধ্যমে ন্যায়বিচার ব্যর্থ হওয়ার।

১৪. প্রশান্ত কুমারের (উপরে উল্লিখিত) রায়টি মহীপাল বনাম রাজেশ কুমার ওরফে পোল্লা এবং আরেকজন[১২] এই আদালতের একটি রায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে হাইকোর্ট একজন অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করেছিল যার বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ৩০২ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছিল। আমাদের মধ্যে একজন (বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়) আদালতের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন এবং জামিন বাতিলের আবেদনের বিচারের জন্য মান নির্ধারণ করেছিলেনঃ

''১৪. জামিনে মুক্তি পাওয়ার বিধানটি কোনও ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্পর্শ করে। এই কারণে যে এই আদালত সাধারণত হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুরের আদেশে হস্তক্ষেপ করে না। তবে, যেখানে হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুর করার বিচক্ষণতা যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে বা এই আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে জামিন মঞ্জুর করার আদেশটি বাতিল করার জন্য দায়বদ্ধ। আদালতকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, একটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি যে অভিযুক্ত অপরাধ করেছে, অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুতরতা এবং অভিযুক্তের যে কোনও উপায়ে বিচারের কার্যক্রমে বাধা দেওয়া বা ন্যায়বিচারের পথ এড়ানোর সম্ভাবনা বিবেচনা করতে হবে। জামিনে মুক্তি পাওয়ার বিধানটি জনস্বার্থ এবং বিচারের বিচারাধীন ব্যক্তির সুরক্ষার মধ্যে একটি যথাযথ ভারসাম্য বজায় রাখে। এই কারণেই আদালতকে কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে জামিন দেওয়ার জন্য বিবেচনামূলক ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অসংখ্য বিষয়ের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এই সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত বিষয় হল, নথি বিশ্লেষণে, এটি মনে হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করেছেন বলে বিশ্বাস করার কোনও প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কিনা।

[১২](২০২০) ২ এস. সি. সি ১১৮

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার জন্য আদালতে নথিতে থাকা প্রমাণগুলি বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা এই পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক নয়।

[...]

১৬. যদি কোনও আদালত জামিনের আবেদন বিবেচনা করে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়, তবে আপিল আদালত জামিন মঞ্জুরের আদেশকে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাতিল করে দিতে পারে। সুতরাং একটি আপিল আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে জামিন মঞ্জুরের আদেশটি মনের প্রয়োগ না করার কারণে ভুগছে কিনা বা নথিভুক্ত থাকা প্রমাণের প্রাথমিক দৃষ্টিকোণ থেকে উত্থাপিত হয়নি কিনা। সুতরাং, প্রমাণমূলক রেকর্ডের ভিত্তিতে, অভিযুক্ত অপরাধ করেছে বলে বিশ্বাস করার জন্য একটি প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি বিদ্যমান ছিল কিনা তা মূল্যায়ন করা এই আদালতের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অপরাধের গুরুতরতা এবং শাস্তির তীব্রতা বিবেচনা করে।''

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৫. মহীপাল (উপরে উল্লিখিত)-এ প্রস্তাবিত দ্বৈত পরীক্ষাটি পরবর্তীকালে প্রভাকর তিওয়ারি বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য[১৩] মামলায় এই আদালত দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল।

১৬. এনডিপিএস আইনের অধীনে অপরাধের জন্য জামিন মঞ্জুরের বিষয়ে, ভারতের ইউনিয়ন বনাম শিব শঙ্কর কেশরী[১৪] আদালতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে এনডিপিএস আইনের ৩৭ ধারার অধীনে প্যারামিটারগুলি মেনে না চললে জামিন বাতিল করা যেতে পারে। আরও, ভারতের ইউনিয়ন বনাম প্রতীক শুক্লা[১৫], আমাদের মধ্যে একজন (বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়), দুই বিচারপতির বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধি প্রয়োগ না করা এবং হাইকোর্টের দ্বারা এনডিপিএস আইনের অধীনে কোনও অপরাধের সাথে জড়িত অভিযোগের গুরুত্ব জামিন বাতিল করার ভিত্তি।

১৭. এন. ডি. পি. এস আইনের ৩৭ নং ধারা এন. ডি. পি. এস আইনের অধীনে অপরাধের সঙ্গে জড়িত মামলাগুলিতে জামিন মঞ্জুর নিয়ন্ত্রণ করে। ৩৭ নং ধারাটি নিম্নরূপঃ

"(১) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪-এর ২)-এ যা কিছুই থাকুক না কেন,-

[১৩](২০২০) ১১ এস. সি. সি ৬৪৮

[১৪](২০০৭) ৭ এস. সি. সি ৭৯৮

[১৫](২০২১) ৫ এস. সি. সি ৪৩০

(ক) এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য প্রতিটি অপরাধ বিচারযোগ্য হবে;

(খ) [ধারা ১৯ বা ধারা ২৪ বা ধারা ২৭ক-এর অধীনে এবং বাণিজ্যিক পরিমাণের সাথে জড়িত অপরাধের জন্য] শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে জামিনে বা তার নিজের বন্ডে মুক্তি দেওয়া হবে না যদি না-

(i) সরকারি আইনজীবীকে এই ধরনের মুক্তির আবেদনের বিরোধিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এবং

(ii) যেখানে সরকারি আইনজীবী আবেদনের বিরোধিতা করেন, সেখানে আদালত সন্তুষ্ট হয় যে তিনি এই ধরনের অপরাধে দোষী নন এবং জামিনে থাকাকালীন তাঁর কোনও অপরাধ করার সম্ভাবনা নেই বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি রয়েছে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর প্রকরণ (খ)-এ নির্দিষ্ট জামিন মঞ্জুরের সীমাবদ্ধতা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪-এর ২) অথবা জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনের সীমাবদ্ধতা ছাড়াও রয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮. ধারা ৩৭(১)(খ)(ii) এর অধীনে, ধারা ১৯, ২৪ অথবা ২৭ক এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য এবং বাণিজ্যিক পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত অপরাধের জন্য জামিন মঞ্জুরের সীমাবদ্ধতাগুলি হলঃ

(i) আইনজীবীকে জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করার সুযোগ দিতে হবে; এবং

(ii) বিশ্বাস করার জন্য অবশ্যই 'যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি' থাকতে হবে যে (ক) ব্যক্তিটি এই ধরনের অপরাধে দোষী নয়; এবং (খ) সে সম্ভবত জামিনে থাকাকালীন যে কোনও অপরাধ করা।

১৯. জামিন মঞ্জুরের জন্য নির্ধারিত মান হল 'বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি' যে ব্যক্তিটি অপরাধের জন্য দোষী নয়। 'বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ'-এর মান ব্যাখ্যা করে, শিব শঙ্কর কেশরী (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যেঃ

"৭. ধারা ৩৭(১)(খ)(ii) তে ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি হল "যুক্তিসঙ্গত কারণ"। এই অভিব্যক্তিটি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত কারণের চেয়েও বেশি কিছু বোঝায়। এটি অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত অপরাধের জন্য দোষী নন বলে বিশ্বাস করার জন্য যথেষ্ট সম্ভাব্য কারণগুলিকে বোঝায় এবং এই যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাসটি বিবেচনা করা হয় এমন তথ্য এবং পরিস্থিতির অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে যা অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত অপরাধের জন্য দোষী নন এই সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

৮. "যুক্তিসঙ্গত" শব্দের আইনে প্রাথমিকভাবে যুক্তিসঙ্গত অর্থ রয়েছে সেই পরিস্থিতিগুলির ক্ষেত্রে যার বিষয়ে অভিনেতা যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, জানেন বা জানা উচিত। "যুক্তিসঙ্গত" শব্দের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন।

"৭....স্ট্রাউডের জুডিশিয়াল ডিকশনারি, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ২২৫৮-এ বলা হয়েছে যে 'যুক্তিসঙ্গত' শব্দের সঠিক সংজ্ঞা আশা করা অযৌক্তিক হবে। ব্যক্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং তিনি যে সময় এবং পরিস্থিতিতে চিন্তা করেন তার উপর নির্ভর করে যুক্তি তার সিদ্ধান্তে পরিবর্তিত হয়। যে যুক্তিটি পুরাতন শিক্ষাগত যুক্তি তৈরি করেছিল তা এখন শিশুর খেলনার ঝনঝন শব্দের মতো শোনাচ্ছে।"

(দেখুন দিল্লি পুরনিগম বনাম জগনাথ অশোক কুমার [(১৯৮৭) ৪ এস. সি. সি ৪৯৭] (এস. সি. সি পৃ. ৫০৪, অনুচ্ছেদ ৭) এবং গুজরাট জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বোর্ড বনাম ইউনিক ইরেক্টরস (গুজরাট) (পি) লিমিটেড [(১৯৮৯) ১ এসসিসি ৫৩২] [...]

১০. "যুক্তিসঙ্গত" শব্দটির অর্থ "যুক্তি অনুসারে"। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটি একটি বাস্তব প্রশ্ন, কোনও নির্দিষ্ট কাজ যুক্তিসঙ্গত কিনা তা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। (দেখুন গ্রেটার মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বনাম কমলা মিলস লিমিটেড [(২০০৩) ৬ এসসিসি ৩১৫]

১১. আইনের ৩৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে জামিনের আবেদন বিবেচনা করার সময় আদালতকে দোষী নয় বলে প্রমাণ করার জন্য ডাকা হয় না। এটি মূলত জামিনে অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ সীমিত উদ্দেশ্যে আদালতকে বলা হয় যে অভিযুক্ত দোষী নয় বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কিনা তা দেখার জন্য এবং এই ধরনের ভিত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে তার সন্তুষ্টি নথিভুক্ত করা হয়। তবে আদালতকে বিষয়টি এমনভাবে বিবেচনা করতে হবে না যেন এটি খালাসের রায় ঘোষণা করছে এবং দোষী নয় বলে প্রমাণ করছে।''

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২০. উপরোক্ত দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট এবং এই আদালতকে জামিন মঞ্জুর করার সময় যে পরীক্ষাটি প্রয়োগ করতে হবে তা হল অভিযুক্ত কোনও অপরাধ করেনি বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি আছে কিনা এবং জামিনে থাকাকালীন তার কোনও অপরাধ করার সম্ভাবনা আছে কিনা। এনডিপিএস আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের গুরুতরতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দেশে মাদক পাচারের বিপদ রোধ করার জন্য, এনডিপিএস আইনের অধীনে জামিন মঞ্জুরের জন্য কঠোর পরামিতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

২১. বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট উত্তরদাতাকে জামিন মঞ্জুর করার সময় দুটি পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে, যথাঃ (i) উত্তরদাতার দখল থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্য উদ্ধারের অনুপস্থিতি এবং (ii) এন. ডি. পি. এস আইনের ৬৭ ধারার অধীনে বিবৃতিটির অনুবাদের সমর্থনে ভুল নাম।

২২. আমরা এই পরিস্থিতিগুলির প্রত্যেকটি পর্যায়ক্রমে মোকাবিলা করব। উত্তরদাতার বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ৮ ধারার অধীনে একটি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে, যা উক্ত আইনের ২১, ২৭ক, ২৯, ৬০ (৩) ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য। আইনের ৮ ধারায় কোনও ব্যক্তিকে কোনও মাদকদ্রব্য বা সাইকোট্রপিক পদার্থ রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। দখলের ধারণাটি ২০ থেকে ২২ ধারায় পুনরাবৃত্তি করে, যা আইনের অধীনে অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে। মদন লাল এবং আরেকজন বনাম হিমাচলপ্রদেশ রাজ্য[১৬] এই মামলায়, আদালত স্থির করেছে যেঃ

''১৯. সচেতনভাবে দখল করা হয়েছিল কিনা তা বাস্তব পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করতে হবে। নথিভুক্ত প্রমাণ থেকে যে তথ্যগুলি বের করা যেতে পারে তা হল যে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি গাড়িতে ভ্রমণ করছিল এবং বিচার আদালত যেমন উল্লেখ করেছে যে তারা একে অপরের পরিচিত ছিল এবং এটি ব্যাখ্যা বা দেখানো হয়নি যে কীভাবে তারা একই গন্তব্য থেকে একটি গাড়িতে একসাথে ভ্রমণ করেছিল যা একটি সরকারী যানবাহন ছিল না।

২০. ধারা ২০ (খ) নিষিদ্ধ পণ্যের দখলকে একটি অপরাধ করে তোলে। ধারা ২০ আইনের IV অধ্যায়ে উপস্থিত হয় যা এই জাতীয় পণ্যের দখলের অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। এটি জমা দেওয়া হয় যে দখলকে অবৈধ করার জন্য অবশ্যই একটি সচেতন দখল থাকতে হবে।

২১. এটি তুলে ধরা হয়েছে যে যদি না দখলটি প্রয়োজনীয় মানসিক উপাদানের সাথে যুক্ত করা হয় অর্থাৎ সচেতন দখল এবং এই ধরনের দখলের প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতনতা ছাড়া কেবল হেফাজত নয়, তাহলে ধারা ২০ প্রযোজ্য হবে না।

[১৬] (২০০৩) ৭ এস. সি. সি ৪৬৫

২২. "দখল" অভিব্যক্তিটি একটি বহুরূপী শব্দ যা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন রঙ ধারণ করে। এটি প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন পটভূমিতে বিভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। প্রেক্ষাপটগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে এর বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। আইন বিষয়ক সুপারিনটেনডেন্ট অ্যান্ড রিমেম্বারনার, ডব্লিউ.বি. বনাম অনিল কুমার ভুঞ্জা [(১৯৭৯) ৪ এসসিসি ২৭৪ : ১৯৭৯ এসসিসি (সিআরআই) ১০৩৮ : এআইআর ১৯৮০ এসসি ৫২] -তে যেমন দেখা গেছে, "দখল" শব্দটির একটি সম্পূর্ণ যৌক্তিক এবং সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা তৈরি করা অসম্ভব, যা সকল আইনের প্রেক্ষাপটে সকল পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।

২৩. "সচেতন" শব্দের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সত্য সম্পর্কে সচেতনতা। এটি মনের একটি অবস্থা যা ইচ্ছাকৃত বা উদ্দেশ্যমূলক। [...]

২৬. একবার দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, যে ব্যক্তি দাবি করে যে এটি 'সচেতনভাবে দখল করা হয়নি' তাকে এটি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কারণ কীভাবে তিনি দখল হয়ে গিয়েছিলেন তা তার বিশেষ জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। আইনের ৩৫ ধারাটি আইনে উপলব্ধ অনুমানের কারণে এই অবস্থানের একটি বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি দেয়। একই অবস্থা ৫৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে অবৈধ জিনিসপত্রের দখল থেকে নেওয়া অনুমানও পাওয়া যায়।''

ধর্মপাল সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্যে[১৭] ''সচেতন দখল''-এর পরিমাণও বিবেচনা করা হয়েছিল, যেখানে এটি বলা হয়েছিল যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের দখলের জ্ঞান কোনও মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সচেতন দখলের মান একটি গণপরিবহন গাড়ির ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে যেখানে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি থাকবে এবং একে অপরকে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি সহ একটি ব্যক্তিগত গাড়ির বিপরীতে। মোহন লাল বনাম রাজস্থান রাজ্য[১৮]-এ, এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে "দখল" শব্দটির অর্থ শত্রুতার সাথে শারীরিক দখল হতে পারে; শত্রুতার সাথে নিষিদ্ধ পদার্থের উপর হেফাজত; গোপন করার ফলস্বরূপ আধিপত্য এবং নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন; বা নিষিদ্ধ দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত জ্ঞান, জ্ঞান।

২৩. আমরা পরিচালন নীতির পুনরাবৃত্তি করার জন্য উপরের নজিরগুলি উল্লেখ করেছি। বিচারের এই পর্যায়ে, কেবল এটি স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে বিচারটি এই আদালতে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে।

[১৭] (২০১০) ৯ এস. সি. সি ৬০৮

[১৮] (২০১৫) ৬ এস. সি. সি ২২২

২৪. প্রত্যর্থীর কাছ থেকে নিষিদ্ধ দ্রব্য উদ্ধারের অনুপস্থিতির বিষয়ে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করছি যে, ভারতের ইউনিয়ন বনাম রতন মালিক[১৯] মামলায় এই আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ অভিযুক্তের জামিন বাতিল করে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে উল্টে দিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছিল যে, যেহেতু নিষিদ্ধ দ্রব্য (হেরোইন) ট্রাকের কেবিনের উপরে বিশেষভাবে তৈরি গহ্বর থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তাই অভিযুক্তের 'দখল'-এ কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়নি। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে কেবল নিষিদ্ধ দ্রব্যের দখল নিয়ে অনুসন্ধান করা ৩৭(১)(খ) ধারার মাপকাঠি পূরণ করে না এবং হাইকোর্টের দ্বারা মনের প্রয়োগ করা হয়নি।

২৫. রতন মল্লিকের (উপরে উল্লিখিত) এই আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা এই মত পোষণ করি যে, বিতর্কিত আদেশে হাইকোর্ট কর্তৃক উত্তরদাতার ব্যক্তির উপর নিষিদ্ধ দ্রব্যের দখলের অনুপস্থিতির একটি অনুসন্ধান এটিকে এনডিপিএস আইনের ৩৭ (১)(খ)(ii) ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় তদন্তের স্তর থেকে অব্যাহতি দেয় না।

২৬. এন. ডি. পি. এস. আইনের ৬৭ ধারার অধীনে বিবৃতি প্রসঙ্গে, হাইকোর্ট উত্তরদাতার বিবৃতির অনুবাদের সমর্থনে উত্তরদাতার নামের পরিবর্তে মহম্মদ আরিফ খানের নাম অন্তর্ভুক্ত করার উপর প্রচুর নির্ভরতা রেখেছে। তোফান, সিং (উপরে উল্লিখিত)-এ, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে এন. ডি. পি. এস আইনের ৬৭ ধারার অধীনে একটি বিবৃতি গ্রহণযোগ্য নয়। এ. এস. জি জমা দিয়েছে যে বিবৃতি থেকে স্বাধীন, এই পর্যায়ে যে উপাদানগুলি উঠে এসেছে তার ভিত্তিতে জামিন অস্বীকার করার বৈধ কারণ রয়েছে।

২৭. হাইকোর্ট এবং এই আদালত উভয়ের সামনে উত্তরদাতার আইনজীবী আরেকটি আবেদন করেছেন যে, এনডিপিএস আইনের[২০] ৪২ ধারার অধীনে পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা মেনে না চলার কারণে উত্তরদাতাদের জামিন মঞ্জুর করা উচিত। ৪২ ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবিধির অধীনে কোনও অপরাধের তথ্য পাওয়ার পরে, আধিকারিককে তথ্যটি লিখে ৭২ ঘন্টার মধ্যে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠাতে হবে। উত্তরদাতার দ্বারা জমা দেওয়া হয়েছে যে যদিও তথ্যটি জোনাল ডিরেক্টর দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল, তথ্যটি লিখিতভাবে এমন একজন কর্মকর্তা দ্বারা দেওয়া হয়েছিল যিনি তথ্য প্রাপ্তির পরে গঠিত দলের অংশ ছিলেন। এরপর লিখিত তথ্য আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে পাঠানো হয়।

[১৯] (২০০৯) ২ এসসিসি ৬২৪

[২০] ''৪২. পরোয়ানা বা অনুমোদন ছাড়াই প্রবেশ, তল্লাশি, বাজেয়াপ্তকরণ এবং গ্রেপ্তারের ক্ষমতাঃ (১) কেন্দ্রীয় আবগারি, মাদকদ্রব্য, শুল্ক, রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ অথবা আধা-সামরিক বাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোনও বিভাগের,

তারপর আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে লিখিত তথ্য পাঠানো হয়। এই আদালত কর্ণেল সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য[২১] রায় দেয় যে যদিও এটি প্রাপ্তির উপর তথ্য লেখা সাধারণত কর্মকর্তা দ্বারা অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত করার আগে হওয়া উচিত, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে যা অবিলম্বে এবং সমীচীন পদক্ষেপের নিশ্চয়তা দেয়, তথ্যটি বিলম্বের কারণ সহ পরে লেখা হবেঃ

"৩৫. [...] (গ) অন্য কথায়, প্রাপ্ত তথ্য লেখার এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তার একটি অনুলিপি পাঠানোর ক্ষেত্রে ৪২ (১) এবং ৪২ (২) ধারার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা, সাধারণত কর্মকর্তা দ্বারা প্রবেশ, অনুসন্ধান এবং বাজেয়াপ্ত করার আগে হওয়া উচিত। তবে জরুরী পরিস্থিতির সাথে জড়িত বিশেষ পরিস্থিতিতে, লিখিতভাবে তথ্য রেকর্ডিং এবং সরকারী ঊর্ধ্বতনকে তার একটি অনুলিপি পাঠানো যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য পিছিয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ অনুসন্ধান, প্রবেশ এবং বাজেয়াপ্তির পরে। প্রশ্নটি জরুরি এবং সুবিধাজনক।

(ঘ) যদিও ধারা ৪২-এর উপ-ধারা (১) এবং (২)-এর প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা অগ্রহণযোগ্য, তবে বিলম্ব সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে বিলম্ব করা ধারা ৪২-এর সাথে গ্রহণযোগ্য সম্মতি হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও বিলম্বের ফলে অভিযুক্ত পালিয়ে যায় বা পণ্য বা প্রমাণ ধ্বংস বা অপসারণ করা হয়, প্রাপ্ত তথ্য লিখিতভাবে রেকর্ড না করে, ব্যবস্থা গ্রহণের আগে, বা এই জাতীয় তথ্যের একটি অনুলিপি আধিকারিকের কাছে অবিলম্বে প্রেরণ না করা, ধারা ৪২-এর লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু যদি পুলিশ কর্মকর্তা যখন থানায় ছিলেন এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল, তখন তথ্যটি পাওয়া যায় এবং পুলিশ কর্মকর্তা যদি প্রাপ্ত তথ্য লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে ব্যর্থ হন, অথবা তার একটি অনুলিপি সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠাতে ব্যর্থ হন, তাহলে এটি আইনের ধারা ৪২ এর স্পষ্ট লঙ্ঘন হিসাবে সন্দেহজনক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হবে। একইভাবে, যেখানে পুলিশ কর্মকর্তা তথ্যটি একেবারেই নথিভুক্ত করেন না এবং সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মোটেও অবহিত করেন না, তখন এটি আইনের ধারা ৪২ এর স্পষ্ট লঙ্ঘন হবে।

অথবা রাজ্য সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা এই বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, আবগারি, পুলিশ বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও বিভাগের (পিয়ন, সিপাহী বা কনস্টেবলের উচ্চতর পদমর্যাদার কর্মকর্তা) যে কোনও কর্মকর্তা (যদি কোনও ব্যক্তির দেওয়া জ্ঞান বা তথ্য এবং লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করার কারণ থাকে যে কোনও মাদকদ্রব্য, বা মনোরোগ সংক্রান্ত পদার্থ, বা নিয়ন্ত্রিত পদার্থ যা এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ [..](২) যেখানে কোনও কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীনে লিখিতভাবে কোনও তথ্য গ্রহণ করেন বা তার বিধান অনুসারে তার বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করেন, তিনি বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তার তাৎক্ষণিক কর্মকর্তার কাছে এর একটি অনুলিপি পাঠাবেন।"

[২১] (২০০৯) ৮ এস. সি. সি ৫৩৯

৪২ ধারার পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট সম্মতি রয়েছে কি না তা প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। ২০০১ সালের ৯ নং আইন দ্বারা ৪২ ধারার সংশোধনের মাধ্যমে উপরের অবস্থানটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।''

২৮. আরও বলা হয়েছে যে, এন. ডি. পি. এস আইনের ৪২ ধারার অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলা হয়েছে কিনা তা একটি বাস্তব প্রশ্ন। কর্ণেল সিং (উপরে উলিখিত) মামলার সিদ্ধান্তটি সম্প্রতি এই আদালত দ্বারা বোটা সিং বনাম হরিয়ানা রাজ্য মামলায় অনুসরণ করা হয়েছিল।

২৯. ১৬ই অক্টোবর ২০১৯-এ যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল তাতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২৬শে মার্চ ২০১৯-এর প্রায় ১৪০০ ঘন্টা নাগাদ তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যে, একই দিনে ১৫০০-১৭০০ ঘন্টার মধ্যে তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশে পৌঁছাবে। অভিযোগটিতে বলা হয়েছে যে, তথ্যটি অবিলম্বে লিখিত আকারে হ্রাস করা হয়েছিল, অতএব, এনডিপিএস আইনের ৪২ ধারা মেনে চলা হয়নি এই যুক্তিটি প্রাথমিকভাবে ভুল। প্রশ্নটি এমন একটি যা বিচার চলাকালীন উত্থাপিত করা উচিত।

৩০. হাইকোর্ট ৩৭ ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে জামিনের আবেদনটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলি গুরুত্বপূর্ণঃ

(i) উত্তরদাতা সহ-অভিযুক্তের সঙ্গে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে উত্তরপ্রদেশের রামপুর পর্যন্ত গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন;

(ii) অভিযোগটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উত্তরদাতার ব্যবহৃত 'মোবাইল নম্বর'-এর সি. ডি. আর বিশ্লেষণ ইঙ্গিত করে যে, উত্তরদাতা তাঁর পরিচিত অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন;

(iii) গাড়িতে পাওয়া নিষিদ্ধ দ্রব্যের পরিমাণ হল বাণিজ্যিক পরিমাণ; এবং

(iv) যে গাড়িতে উত্তরদাতা সহ-অভিযুক্তের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন, সেই গাড়িতে নিষিদ্ধ দ্রব্যটি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

[২২] ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩২৪

৩১. হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশ, এই পর্যবেক্ষণ ছাড়াও যে উত্তরদাতার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান থেকে কোনও নিষিদ্ধ দ্রব্য পাওয়া যায়নি, উপরের পরিস্থিতিগুলিকে উপেক্ষা করেছে। হাইকোর্ট কেবল পর্যবেক্ষণ করেছে যে ''[...]

উপরের পরিপ্রেক্ষিতে, এন. ডি. পি. এস আইনের ৩৭(১)(খ) ধারার অধীনে থাকা দুটি শর্ত পূরণ হয়েছে। এই আদালতের অভিমত, যদি যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, তাহলে আবেদনকারী জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী।"

৩২. হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তাগুলিকে স্পষ্টভাবে উপেক্ষা করেছে এবং জামিনের মঞ্জুরের জন্য একটি মামলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা তা নিয়ে সমস্যার মূল বিষয়গুলির উপর নজর দিয়েছে। এটি করতে ব্যর্থ হলে, হাইকোর্টের আদেশটি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। উপরন্তু, শুনানির সময় এটি প্রকাশিত হয়েছে যে, আসামী জামিনে বড় হওয়ার পরেও তিনি ধারাবাহিকভাবে ফৌজদারি বিচার থেকে দূরে রয়েছেন যার ফলে তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। হাইকোর্টের অপরাধের গুরুত্ব এবং গুরুত্বকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল যা তারা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৩৩. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং ২০১৯ সালের ৭৩৭৯ নং জামিনে ২০২০ সালের ১লা অক্টোবর হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল করে দিই।

৩৪. উত্তরদাতার দায়ের করা জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যাবে। তদনুসারে উত্তরদাতা অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করবেন।

৩৫. মুলতুবি থাকা আবেদন (গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal